কৃষি সুপারিশ

১১-১৩ ই সেপ্টেম্বর ২০২৩ (২৪-২৬ শে ভাদ্র ১৪৩০)

আমন ধান :

অধিক ফলনশীল স্বল্পমেয়াদি (১২৫ দিন পর্যন্ত সময়কাল) আমন ধানের ক্ষেত্রে রোয়ার ১৫ দিন পর ১২ কেজি ও ৩০-৩৪ দিন পর ৬ কেজি নাইট্রোজেন, মধ্য মেয়াদি (১২৫-১৩৫ দিন পর্যন্ত সময়কাল) আমন ধানের ক্ষেত্রে রোয়ার ১৫-২০ দিন পর ১৪ কেজি ও ৪০-৪৫ দিন পর ৭ কেজি নাইট্রোজেন ও দীর্ঘ মেয়াদি (১৪০-১৫০ দিন পর্যন্ত সময়কাল) আমন ধানের ক্ষেত্রে রোয়ার ২১ দিন পর ১৪ কেজি ও ৫৫-৬০দিন পর ৮ কেজি নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে একর প্রতি প্রয়োগ করতে হবে।

রোয়ার ১০ দিন ও ২০ দিন পরে দুবার নিড়ান যন্ত্র বা হাত দিয়ে আগাছা তুলে ফেলতে হবে এবং মাটি ভালো ভাবে ঘেঁটে দিতে হবে।

সপ্তাহে ১ - ২ দিন জমিতে নেমে কোনাকুনি ভাবে হেঁটে ধানগাছ ভালোভাবে পর্যবেক্ষন করে রোগ-পোকা বা বন্ধুপোকা কতগুলো আছে এবং কি ক্ষতি করছে তা লক্ষ্য করুন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

পাট : ১১০-১১৫ দিনের পাট কাটার জন্য আদর্শ। পাটের গুণগত মান পাট পচানোর পদ্ধতির ওপর অনেকটা নির্ভর করে, সুতরাং পাট কাটার পর পাট পচানোর বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। পাট কাটার পর বাণ্ডিল বেঁধে ৪-৫ দিন রোদে রেখে পাতা ঝড়ে গেলে পরিষ্কার জলে জাঁক দিতে হবে, কাঁদা মাটি বা কলাগাছ দিয়ে পাট জাঁক দেওয়া পরিহার করুণ এর ফলে পাটের গুণগত মান ও রং খারাপ হয়ে যায়। পাটের প্রতি বাণ্ডিলে ২-৩টি ধইঞ্চা গাছ ঢুকিয়ে দিলে পাটের পচন দ্রুত হয়। পাটের তন্তুর গুণগত মান উন্নীত করার জন্য পাট পচানোর পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাট গবেষণা কেন্দ্র 'ক্রাইজাফ' উদ্ভাবিত ব্যাকটেরিয়া পাউডার 'ক্রাইজাফ সোনা' বিঘা প্রতি ৩-৪ কেজি পাটের বাণ্ডিলের বিভিন্নস্তরে ছড়িয়ে দিয়ে পাট পচালে পচন দ্রুত হবে ও পাটের গুণগত মান উন্নত হবে, ঐ একি জলে আবার পাট পচালে জীবানু পাউডার অর্ধেক বা ১.৫-২.০ কেজি প্রয়োগ করলেই হবে।

খরিফ ভুট্টা উঁচু ও মাঝারি দো-আঁশ থেকে বেলে দো-আঁশ মাটির যে কোনো জমি ভুট্টা চাষের উপযুক্ত। খরিফ ভুট্টার উপযুক্ত জাত - বিবেক-২৭, বিবেক-কিউপি.এম-৯, ডি.এম.এইচ ১৮, যুবরাজ গোল্ড, শ্রীরাম ৯২২০, বায়ো ৯৬৮১ ইত্যাদি। উপযুক্ত জাতের বীজ সংগ্রহ করে বীজ শোধন করে নিতে হবে বীজ শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ক্যাপটান ৭৫% ২.৫ গ্রাম বা ভিটাভ্যাক্স ২.৫ গ্রাম মিশিয়ে শোধন করে নিতে হবে। বীজ বোনার জন্য জুনের প্রথম থেকে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ উপযুক্ত সময়।গভীর লাঙ্গল দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে জমি তৈরীর সময় একরে ২টন কম্পোষ্ট, ৬কেজি অ্যাজোটোব্যাকটর ও পি.এস.বি মেশানো উচিৎ। হাইব্রিড ভুট্টায় একরে মূলসার হিসেবে ১৯ কেজি নাইট্রোজেন, ২৮ কেজি ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করা উচিৎ।

অড়হর : একরে ১০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। স্বল্প মেয়াদী জাতে সারি ও গাছের দূরত্ব থাকে ১ ফুট, মধ্য মেয়াদী জাতে ২ ফুট ও ১ ফুট ।প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে থাইরাম ৭৫% ২ গ্রাম বা ম্যানকোজেব ৭৫% ৩ গ্রাম বা ক্যাপটান ৭৫% ২ গ্রাম মেশালেই বীজ শোধন হয়ে যাবে ।বীজ বোনার কমপক্ষে ৭ দিন আগে বীজশোধন করে বোনার আগে রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে । স্বল্প মেয়াদী (১২০ দিন) জাতগুলি হল টিএটি-১০, ইউ.পি.এএস-১২০, প্রভাত, টি-২১ পুসা অগেতি। মধ্য মায়াদী (১৬০ দিন) জাত -রবি, এই জাতটি অশ্বিন মাসে বোনা হয়। একর প্রতি মুলসার নাইট্রোজেন ১২ কেজি, ফসফেট ২৪ কেজি ও পটাশ ২৪ কেজি লাগে। কোন চাপান সার লাগে না।

ডালশস্য

উঁচু জমিতে কলাই ও মুগ বীজ বোনার পরিকল্পনা করুন। কলাই-এর জাত: কালিন্দী, কৃষ্ণা, গৌতম, উত্তরা, সারদা, বসন্ত-বাহার ইত্যাদি। মুগ-এর জাত: সোনালী, সম্রাট, পান্না, বাসন্তী পি.ডি.এম-৫৪ ইত্যাদি। বীজের হার: বিঘা প্রতি (৩৩ শতকে) কলাই ৪ কেজি ও মুগ ৩ কেজি। বীজ বোনার ১ সপ্তাহ আগে প্রতি কেজি বীজের সাথে থাইরাম অথবা ক্যাপটান ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধনের করে নিন। কলাই বীজ ৩০ সেমি X ১৫ সেমি দূরত্বে ও মুগ বীজ ২০ সেমি X ১০ সেমি দূরত্বে বপন করুন ও বোনার আগে রাইজোবিয়াম কালচার বীজের সাথে মাখিয়ে নিন ।মূল সার হিসাবে বিঘা প্রতি (৩৩ শতকে) ৬.৬ কুইন্টাল জৈব সার এবং ৫ .৮ কেজি ইউরিয়া ,
৩৩ .৩ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ৮ .৮ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ সার প্রয়োগ করুন।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর

পক্ষে -

যুগ্ম-কৃষি অধিকর্তা (তথ্য সংযোগ, সম্প্রচার ও তথ্য), পশ্চিমবঙ্গ